7 FEB 2017

দৈনিক ইত্তেফাক

অজস্র ভুলে ভরা শিশুতোষ বই

শিশু চত্বরের বেশিরভাগ স্টলেই এই চিত্র প্রকট

■ আসিফুর রহমান সাগর

শিশুদের বই পাঠে আগ্রহী করে তুলতে বইমেলায় শিশুচত্বর করা হয়েছে। শিশুদের বই কেনা নির্বিঘ্ন করতে তাদের বইমেলায় স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে শিশুপ্রহর ঘোষণা করা হয়। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এত আয়োজন করা হলেও মূল জিনিস যে বই সেদিকে নজর নেই কারো। অজস্র ভুলে ভরা বইয়ে ছেয়ে আছে বইমেলা। সেসব দেখার কেউ নেই। বিশেষ করে শিশুচত্বরে যেসব স্টল সেখানকার বেশিরভাগ স্টলের বইয়েই ভুল বেশি। অযত্ন আর ভুলে ভরা সেসব বই কিনে নিয়ে যাচ্ছে শিশুরা। মা-বাবারাও না দেখে না বুঝে সেসব বই তুলে দিচ্ছেন শিশুদের হাতে। বাংলা একাডেমি আর বইমেলা কমিটি কোনো বাছবিচার না করেই এদের প্রতি বছর স্টল বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। কোনো রকম জবাবদিহিতা নেই তাদের। প্রকাশনা মানসম্পন্ন না হলেও তারা অলৌকিক কারণে বার বার স্টল বরাদ্দ পাচ্ছে।

শিশুচত্বর ঘুরে দেখা যায়, এখানকার স্টলগুলোতে অজস্র ভুলে ভরা বই। শিশুর মনস্তত্ত্ব বুঝে যত্ন নিয়ে লেখাও খুব কম। উৎকট রং ব্যবহার, চড়া দাগের ইলাস্ট্রেশনে সেসব বই। বানান ভুল, ছড়ায় ছন্দ ভুল তো রয়েছেই। প্রায় অশিক্ষিত লেখকরা যেসব কথা ছড়ায় তুলে ধরেন সেসব ভয়াবহ বিষয়। শের মোহাম্মদ খান নামের এক লেখক লিখেছেন - 'অনেক খুঁজে ঠিক করেছি এমন মেয়ে ভাই/ বর পণ নেব না যে কনেই শুধু চাই'।

এই চত্বরের ঝিঙেফুল, কিশোর ভুবন, শিশুসাহিত্য পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

অজস্র ভুলে ভরা

২০ পৃষ্ঠার পর

বইঘর, ছোটদের বই -এসব প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা খুব নিম্নমানের। শব্দশিল্প, শৈশব প্রকাশ, পাতাবাহার, পিপিএমসি এদের বই তুলনামূলক ভালো। এ ছাড়া স্বনামধন্য যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সব ধরনের বই প্রকাশ করে এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব শিশুতোষ গ্রন্থের প্রকাশনা রয়েছে তুলনামূলকভাবে এদের প্রকাশনার মান ভালো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন কাউসার বিপ্লব বললেন, শিশুরা কোনটা ভুল বা ঠিক সেটা জানে না। তাই ভুল শিক্ষা হলে সেটা সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

মানসম্পন্ন বই নেই, প্রকাশক ভালো না, তারপরও কেন প্রতি বছর এসব প্রতিষ্ঠান স্টল বরাদ্দ পাচ্ছে? জবাবে বইমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ বললেন, এ ধরনের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে টাস্কফোর্স মেলা পরিদর্শন করবে। আগামীতে তাদের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে না।